Bhatter college ,Dantan

Department of History

Teacher name: Priyaranjan Patra

Class :2nd sem (general)

paper: DSC-1B (CC-2) Medieval India

Note:Arab Conquest of sindh: Nature and Impact

Scanned with CamSc

প্রশ্ন ৯.৪। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর। মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ ভারতে মুসলমান রাষ্ট্র স্থাপনের প্রাক্কালের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। হুন নায়ক তোরমান-এর সময় থেকে সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর এই বিশাল দেশ বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত ছিল। সিন্ধু মরু অঞ্চলে আরব মুসলমানরা একটি রাষ্ট্র

Scanned with CamSc

প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও তা ভারতের স্বাধীন সত্তাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। ঐতিহাসিক পানিক্কর এই কারণে মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর কোন অঞ্চল এত দীর্ঘদিন ধরে বিদেশী আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে বিদেশী আক্রমণের বিপদ আসবে না, এই ধারণা ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং এর অনুষঙ্গ হিসেবে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব সৃষ্ট হয়। আত্মসন্তুষ্টিই তৎকালীন ভারতবাসীর মধ্যে দেশরক্ষা সম্পর্কে চেতনাকে ধ্বংস করে। এইরূপ অবস্থায় ভারত ও ভারতবাসী যুগ পরিবর্তনকালে যথাসাধ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

বৈদেশিক আক্রমণ থেকে নিস্তার লাভ এবং আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব

আত্মসন্তুষ্ট ভারতবাসীর মনে তৎকালীন সময়ে নিদারুণভাবে অহঙ্কারবোধ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ অলবীরুনীর রচনায় ভারতীয়দের অহংকারী মনোভাবের একটি মনোজ্ঞ চিত্র পাওয়া যায়। তৎকালীন ভারতীয়দের রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতা আমাদের পীড়া দেয়। বিদেশের সঙ্গে ভারতীয়দের যে পূর্বেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। মধ্য এশিয়ায় ইসলামের আবির্ভাব এবং জয়যাত্রা সম্পর্কে ভারতবাসী অজ্ঞ ছিল। যুদ্ধপদ্ধতি ও সমরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটছিল তা ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ও সংকীর্ণতার আতিশয্যে সমাজে স্থাণুভাব সৃষ্ট হয়। সহজেই সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সে নির্মম পরীক্ষার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কলহ ও সমষ্টিগত সংহতির অভাব বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে কোন যৌথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের উত্থান-পতন সম্পর্কে জনসাধারণ উদাসীন হয়ে পড়ে। সমাজজীবন এমনই ক্লেদাক্ত হয়ে পড়ে যে, জনসাধারণের নিকট রাজনৈতিক চেতনা প্রত্যাশা করা ছিল অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক। ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার প্রচুর দৃষ্টান্ত থাকলেও তাদের সমষ্টিগত সংহতির অভাবের জন্য বিদেশী তুর্কী আক্রমণকারীদের পক্ষে সহজেই ভারত অধিকার করা সম্ভব হয়।

ভারতীয়দের মধ্যে অহঙ্কার বোধ

মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খণ্ড বিখণ্ডের প্রতিচ্ছবি। রাজনৈতিক ঐক্য বলে কিছু ছিল না। এই সময়ে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অনেকগুলি রাজপুত রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে কোন ঐক্য বা সংহতি ছিল না এমনকি বিদেশী আক্রমণকালে তারা তাদের আত্মকলহ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে মিলিত কোন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করতে পারে নি। সেই সময়ে উত্তর ভারতের তিনটি অঞ্চল যথাক্রমে পাঞ্জাব, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশ বিদেশী মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। এই রাজ্যগুলি সর্বদাই রাজপুত রাজ্যগুলির আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকত।

রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব

রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল পশ্চিম ভারতে চালুক্য রাজ্য। চালুক্য রাজ্যের রাজধানী ছিল অনহিলবাড়া। চালুক্যগণ মালবের কিছু অংশ অধিকার করে নিয়েছিল। মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণকালে চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মূলরাজ রাজত্ব করেছিলেন।

চালুক্য রাজ্য

আজমীরের চৌহান বংশীয় রাজপুতদের রাজ্যটি উত্তর ভারতের একটি প্রধান রাজ্য ছিল। আজমীর থেকে তারা দিল্লী ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। মহম্মদ ঘুরী যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন আজমীর-দিল্লী অঞ্চলের ওপর রাজত্ব করছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। তিনি সমরকুশলী নায়ক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন। কিন্তু অবিমৃষ্যকারী নীতির জন্য শত্রুকে সমূলে বিনষ্ট করার সুযোগ পেয়েও তিনি তার সদ্ব্যবহার করেন নি।

চৌহান রাজ্য

Scanned with CamSc

পর বৎসর মহম্মদ ঘুরী পুনরায় চৌহান রাজ্য আক্রমণ করেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ) মহম্মদ ঘুরী বিজয়ী হন এবং পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী ও আজমীর মহম্মদ ঘুরীর অধিকারে আসে।

কনৌজ রাজ্য

কনৌজের গহড়বাল বংশীয়দের রাজ্যটি উত্তর ভারতের অপর এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য। কাশী, অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও দিল্লী অঞ্চল নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে জয়চ্চন্দ্র এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের চরম বিবাদ মহম্মদ ঘুরীর রাজ্য বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁরা দেশরক্ষার জন্য মিলিত হতে পারেন নি। জয়চ্চন্দ্রকে পৃথকভাবে যুদ্ধে পরাজিত করে মহম্মদ ঘুরী কনৌজ রাজ্যটি অধিকার করেন।

চন্দেল্ল রাজ্য

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল রাজপুতদের রাজ্যটি এবং কালচুরীর চেদীদের রাজ্যটির নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রাজ্য দুটি মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের প্রাক্কালে চৌহানদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রাজ্য দুটির কিছু অংশ অধিকৃত হয়ে যায়। মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা কোনরূপ উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেন নি।

বাংলার পাল ও সেন বংশের শাসন

দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে দুটি হিন্দু রাজ্য ছিল। একটি হল পাল বংশীয়দের রাজ্য এবং অপরটি হল সেন বংশীয়দের রাজ্য। সেন বংশীয় রাজারা পাল শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের শাসন প্রবর্তন করেন। পাল বংশীয় রাজারা উত্তরবঙ্গের এক ছোট অঞ্চলে তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। মহম্মদ ঘুরীর এক বিশ্বস্ত অনুচর ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি সেনদের কাছ থেকে বাংলা ও বিহার জয় করে নেন। এই ভাবে পূর্ব ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned with CamSc

প্রশ্ন ৯.৫। মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও তার ফলাফলের বিবরণ দাও।[ব. বি. ১৯৮২, '৮৮]

উত্তর। মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ঃ ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহম্মদ ঘুরী। আরবদের সিন্ধুদেশ বিজয় কোন স্থায়ী ফল রেখে যেতে পারে নি। সুলতান মামুদের আক্রমণে একমাত্র পাঞ্জাবেই মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে স্থায়ী এবং ধারাবাহিক মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

উদ্দেশ্য ঃ ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

গজনী ও ঘুরের বংশানুক্রমিক বিরোধ এবং গজনীর পলাতক শাসক বাহরাম শাহকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের সূচনা হয়। গজনীর সুলতান মামুদের অযোগ্য বংশধর বাহরাম শাহ এই সময় গজনী থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর ভারতীয় রাজ্যাংশ পাঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দু রাজাদের দুর্বলতা এবং বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমবেতভাবে সফল প্রতিরোধে ব্যর্থতা মহম্মদ ঘুরীর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করেছিল।

হিন্দুরাজাদের দুর্বলতা

মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের সূত্রপাত হয় ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছর তিনি মূলতান অধিকার করেন। মূলতান এবং সিন্ধুর মুসলমান শাসকদের পরাজিত করার পর মহম্মদ ঘুরী ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমৃদ্ধ গুজরাট আক্রমণ করলে সেখানকার রাজা দ্বিতীয় ভীমসেনের কাছে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হয়ে হতাশ হবার মত ব্যক্তি মহম্মদ ঘুরী ছিলেন না। সুতরাং তিনি ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকেন। ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান বংশীয়

Scanned with CamSc

শাসককে পরাজিত করে তিনি পেশোয়ার অধিকার করেন। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জম্মুর হিন্দু রাজার সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁর আমন্ত্রণে তিনি লাহোর আক্রমণ করেন। ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন। এইভাবে সমগ্র পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ মহম্মদ ঘুরীর অধীনে আসে। এরপর তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয় ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী অঞ্চল। মধ্যবর্তী অঞ্চলের ঐশ্বর্য এবং বৈভবের কথা তার অজানা ছিল না। সুতরাং মুসলমান প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত ও ধ্বংস করে মহম্মদ ঘুরী ভারতে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে মনস্থ করেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব রাজপুতদের ওপর বর্তায়।

লাহোর আক্রমণ ও পাঞ্জাব অধিকার

১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং ঝটিকা আক্রমণে সিরহিন্দ দুর্গটি দখল করে নেন। সিরহিন্দ শহরটি ছিল পৃথ্বীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মহম্মদ ঘুরীর এই অতর্কিত আক্রমণে পৃথ্বীরাজের রাজ্যের পশ্চিমাংশে যে-সব সামন্ত রাজ্য ছিল তাদের শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। যদিও উত্তর ভারতের হিন্দু রাজাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না তথাপি এই সংঙ্কটময় মুহূর্তে তাঁরা তাঁদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বিদেশী আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্য এক সম্মিলিত বাহিনী গঠন করেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দিল্লী এবং আজমীরের শাসক চৌহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজ। ফেরিস্তার মতে এই বিশাল হিন্দু বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আহত মহম্মদ ঘুরী সৈন্যবাহিনীসহ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। অদম্য উৎসাহী এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ঘুরী এই পরাজয়ে হতাশ হন নি। পরের বছর ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হন। পৃথ্বীরাজ্ পুনরায় তাকে বাধাদান করতে অগ্রসর হন। কিন্তু ভাগ্য হিন্দুদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হন এবং পলায়নকালে ধৃত ও নিহত হন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ পৃথ্বীরাজের পরাজয়

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কয়েকটি যুদ্ধ চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ তাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটে তরাইনের এই যুদ্ধক্ষেত্রে। তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা মহম্মদ ঘুরীকে আক্রমণ ও ধারাবাহিক বিজয়ে সাহায্য করেছিল। উত্তর ভারতে তখন অনেকগুলি ছোট ছোট হিন্দু রাজ্য ছিল। বাংলাদেশ তখন সেন রাজবংশের অধীনে ছিল। চন্দেল্লরা বুন্দেলখণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। গহড়বালরা প্রতীহারদের বিতাড়িত করে কনৌজ অধিকার করেছিল। দিল্লী এবং আজমীরে তখন চৌহান বংশীয় রাজারা রাজত্ব করছিলেন শেষোক্ত দুই রাজ্যে যথাক্রমে জয়চাঁদ ও তৃতীয় পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। পৃথ্বীরাজ কর্তৃক জয়চাঁদের কন্যা অপহরণের কাহিনী এবং জয়চাঁদ কর্তৃক মহম্মদ ঘুরীকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত না হলেও টড-এর *(Tod)* রচনা থেকে জানা যায় যে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত ছিলেন। যাহোক, মহম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণ তাঁর পাঞ্জাব অধিকারেরই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল।

ভারতের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের পর মহম্মদ ঘুরী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিজিত অংশের শাসনের দায়িত্ব তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দিন আইবককে দেন। কুতবউদ্দিন ধীরে ধীরে মীরাট, দিল্লী ও রণথম্ভোর অধিকার করেন। এ ছাড়া তিনি কনৌজের শাসক জয়চাঁদ এবং গুজরাটের শাসক দ্বিতীয় ভীমসেনকেও পরাজিত করেন। অপরদিকে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন পূর্বদিকে বিহার এবং বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্যের সূত্রপাত করেন।

ঘুরীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঃ কুতবউদ্দিন কর্তৃক রাজ্য বিস্তার

Scanned with CamSc

ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী গজনী, ঘুর এবং দিল্লীর বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খারজমের শাসকের নিকট পরাজয় তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তির ওপর আঘাত হানে। তাঁর সাম্রাজ্যে বিশেষত ভারতীয় সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে মহম্মদ ঘুরী কঠোরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ভারতে এসে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন এবং খোক্কর উপজাতিকে পরাজিত করেন। কিন্তু গজনীতে প্রত্যাবর্তনের পথে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অজ্ঞাত আততায়ীর আঘাতে নিহত হন।

মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক বিদ্রোহ দমন ও মৃত্যু

মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব ঃ মহম্মদ ঘুরীর নাম ভারতবর্ষের মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে। তাঁর অসাধারণ সামরিক দক্ষতার সাহায্যে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ এদিক থেকে ভারতের ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। মহম্মদ ঘুরীর কর্মপদ্ধতির মধ্যে দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতান মামুদের মতো ধর্মান্ধ ও লুণ্ঠনে ইচ্ছুক হলেও মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণের এইগুলিই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক হলেও তা তাঁর সমগ্র রাজনীতিকে পরিচালিত করেনি। পরন্তু তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির সাহায্যে মহম্মদ ঘুরী তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

ভারতের মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

Scanned with CamSc